ক্ষমাপ্রার্থী

[illegible]

3066 - 6140

উনপঞ্চাশী

ঊ ন প ঞ্চা শী

মৃত্যুঞ্জয় বক্সী

প্রকাশক : বাণী সরকার
কামারকুবা। পো. টাকাবাবিয়া
২৪ পরগনা

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম : তিন টাকা

উৎসর্গ

বিহঙ্গম !

'উনপঞ্চাশী'-কে বলো, সইবে তাই সে শরমে লুকিয়েছিল—
তুমি প্রশ্রয় দিলে তারে তাই প্রগল্‌ভ হয়ে বাইরে এল।
তোমারই সে,— তাই 'তোমাকে দিলাম' একথা বলা তো ধৃষ্টতা
শুধু তার সাথে মিশায়ে দিলাম তোমার নামের মিষ্টতা !

—মিতা

তবু আসে নূতন বৎসর

আধিভৌতিকের চাপে অশান্ত অন্তর :
তেল নাই, চিনি নাই, রেশনে কাঁকর ;
সমুদ্রের ঢেউ ভাঙে নগর ও সেতু—
যাত্রীসহ রেলগাড়ি নেয় সে টানিয়া
বিজ্ঞানী মানুষ শুধু অসহায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে
ফেরে মৃতদেহ আহরিয়া !

অ্যাটম বোমার চেয়ে বহু ভয়ংকর
ধ্বংসাস্ত্রের চলিছে জল্পনা
এশীয় সাগরে ঘোরে মৃত্যুদূত নির্ভুল নিশানা।
ক্রোধ আর অহমিকা বিদ্যুৎ-মেঘের মতো
ঢাকে চরাচর,
আশঙ্কায় মথিত অন্তর !

তবু আসে নূতন বৎসর :
সঙ্গে আনে চন্দ্রমল্লী সূর্যমুখী ডালিয়ার ফুল
সোনার বরন রোদ সব শঙ্কা করে যে নির্মূল !
শীতের জড়তা সাথে মিথ্যা ভয় কাটে :
সুদৃঢ় প্রত্যয় জাগে— এ তো শুধু প্রসববেদনা
নূতন যুগের জন্মলগ্ন আর দূরে নাই
সেই বার্তা এ করে ঘোষণা !

দেশপ্রীতি ও মৈত্রী

স্বর্গ হতে গরীয়সী মাতৃভূমি— শুনেছি এ-কথা
শিশুকাল হ'তে— সাথে ভক্তি ও বিশ্বাস !
এর মাঠ, নদী, গিরি, প্রান্তর, আকাশ
নক্ষত্রের অবস্থান, ঋতুর বর্তন
ভাষা, কাহিনী ও কাব্য, শাস্ত্র ও দর্শন
করেছে এ-দেহমন গঠন-বিন্যাস ।

বিবর্তন-পথ যাত্রী পুরোনো মানুষ
পেয়েছে নূতন গতি— প্রচণ্ড দুর্বার ;—
তাই গ্রাম হ'তে প্রান্তে দেশে মহাদেশে
জন্মভূমি তার লভে ক্রমশ বিস্তার ।
'এক পৃথ্বী এক জাতি'— দূরের কল্পনা সে কি আর !
গ্রহান্তরযাত্রী ঐ সাজে—
পৃথিবী ছাড়াবে শীঘ্র মানবসংসার ।

অবাক পৃথিবী মাঝে তবু আজো দেখি
চেঙ্গিসের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ।
যুগের পার্থক্যে শুধু নব হাতিয়ার—
মিথ্যা তথ্য, ভ্রান্ত জ্ঞান, শক্তিদম্ভপ্রসূ
তত্ত্বশাস্ত্র শূন্য অন্তঃসার !

জানি ভ্রান্ত দানবের মূঢ় অপব্যয় কভু
রচিবে না ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়— তবু—
দানবের ভ্রান্ত দম্ভ নিবৃত্তির তরে—
বক্ষাস্থির বজ্র চাই— এই বাণী ফেরে ঘরে-ঘরে।
তাতে দাও দীপ্ত সাড়া নবযুগ-দধীচির দল—
বুকে রাখো এ-মহাসান্ত্বনা :
এ-দুর্যোগ সাময়িক— ইতিহাস পিছন ফেরে না।
দেশপ্রীতি, বিশ্বমৈত্রী দুই মাঝে রবে না বিরোধ—
মানবপ্রেমের তীর্থে মুক্তি পাবে সব হিংসা ক্রোধ।

বিবেকানন্দ

উনবিংশ শতাব্দী, সে বাঙালির রেনেসাঁর কাল :
ঈশ্বর-চরিত্র দীপ্তি, রামমোহনের ব্রহ্মবাদ,
মাইকেলি কাব্যসুধা, বঙ্কিমের সাহিত্যপ্রসাদ
বুদ্ধিদীপ্ত বাঙালির রৌদ্রোজ্জ্বল সে এক সকাল।

সেই প্রভাতের বার্তা কোনো এক বুদ্ধিজীবী ঘরে—
সঙ্গীপ্রিয় বলিষ্ঠ কিশোরে কোন্ প্রশ্নে করিল উন্মনা—
পাঠ্যে যার নাই সমাধান, জ্ঞানী শুধু বাড়ায় বঞ্চনা :
প্রশ্নাকুল সে-কিশোর ব্যর্থ ফেরে দ্বার হ'তে দ্বারে।
তারপর সে-প্রশ্নের অভাবিত মিলিল উত্তর
বিদ্যাহীন ভাবোন্মাদ পূজারির প্রদীপ্ত পরশে ;
কিশোর বিভোর প্রাণে প্রচার করেছে দেশে-দেশে
জগৎও নিয়েছে মেনে : বুঝেছে কি সে প্রশ্ন উত্তর !

অধ্যাত্ম-আবেগ-শূন্য, তবু সেই সিদ্ধান্ত নিলেম :
'জীব শিব ভিন্ন নয়, ঈশ্বরের সেবা জীবপ্রেম।'

আশ্বাস

কুঁড়ি ধরে— ফুল ফোটে— ঝরে পরে যায়,—
কুসুমের মহিমা সেথায় :
কাগজের ফুল
ঝরে নাকো, ধরে না মুকুল,—
তাই তাকে ফুল বলা ভুল !

জন্ম আর মৃত্যু মাঝে বিধৃত জীবন
তাই তার এত আকিঞ্চন !
অমর জীবন !
জীবন এষণাহীন,—
দীর্ঘায়িত সে এক মরণ !

বাঁচিতে হয় না আর মরণের পরে—
এ-আশ্বাসে মন আছে ভরে !
জীবনের ভার— নিঃশেষে নামাবো যবে
তুলিতে হবে না তাকে আর !

কালবোশেখির পরে

বিকালে উঠলো কালবোশেখির ঝড়।
ঝড়ের শেষে দেখি :
দূর আকাশে কী যেন সব উড়ছে—
দ্যুতিমান্ তারা
নূতন স্পুৎনিক কি ? কিংবা
মঙ্গল-নিক্ষিপ্ত চাকি ?
কিছু পরে তারা নেমে এলো :
ও হরি ! এ তো দেখি কাগজের টুকরোগুলো !
আমারি ময়লা-ফেলা ঝুড়ির বাসিন্দা ছিল
সুযোগ পেয়ে আকাশ-বিহারী হয়ে
সূর্যের আলোয় হয়েছিল গৌরবোজ্জ্বল
আবার স্বরূপে ফিরেছে।

মানুষের ইতিহাসেও এর তুলনা পেয়েছি।

সত্য প্রকাশ

সত্য কথা বলতে সখী ভালোই লাগে,
সত্য গোপন করতে বরং কষ্ট হয় ;
মিথ্যা বলার জন্য অনেক বুদ্ধি লাগে
ধরা পড়ার সম্ভাবনার থাকেই ভয় !

তবু কেন সত্য কথা হয় না বলা
সেই কথাটাই সত্য তোমায় আজ জানাই,
এ-সংসারে সবাই যে চায় মিথ্য ছলা
সত্য উচিত মূল্যে পাবে ভরসা নাই !

সত্য নিজেই অমূল্য ধন মূল্য তার
পেলেম কিনা সেই ভাবনা কে করে ?
বিকৃতি তার ঘটায় লোকে, সেই ব্যথার
তুলনা নাই ;— তাই প্রকাশে ভয় করে !

মিথ্যা ভরা এ-সংসারে সত্য তার
উচিত আসন পায় না— সেও সহ্য হয় :
মিথ্যা চাপে সত্য ধরে মূর্তি আর
নিজের সত্য চিনতে তখন কষ্ট হয় ।
তোমায় পেয়ে ভাগ্য ভাবি তাই সখী :
মনের যত বন্দী সত্য মুক্তি চায় ।
বলতে গিয়ে নূতন বিপদ, হায় দেখি :
সত্য মিথ্যা বিভেদ করাই এখন দায় ।

আগাড়ুম বাগড়ুম

আগাড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে
তিনে নামে দেশের কাজে!
আগাড়ুম আগে দেন বক্তৃতা;—
মুগ্ধ শ্রোতারা বানায় নেতা!
সাকরেদ বাগড়ুম তহবিল বাগায়
করবে কি পুলিশ, নেতাই সহায়!
বাড়াবাড়ি ঘটে— কমিশন বসে ঃ
সভাপতি হয়ে তার ঘোড়াড়ুম আসে।
অশ্বডিম্ব প্রসব করে
যত্নে রাখা হয় ইনকুবেটারে।
বোম ফট্ আসছে ভোট?
থোড়াই কেয়ার তিনের জোট!
থলির গলায় পেপারের জোর
রোলিং মেজরিটি ডেড শিওর!

শরণ নিলেম

মহাশূন্যযাত্রী তার কক্ষটিতে জ্বালাইলে বাতি
সে-আলো শূন্যের বক্ষে ফোটায় না কোনো বিচ্ছুরণ
প্রদীপ্ত সে যান ঢাকে চারিদিকে আঁধার ভীষণ :
তবু ভালো সে তো দেখে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের ভাতি !

অপার তমিস্রা ঘেরা আমাদের স্বল্পায়ু জীবন
আদি-অন্ত দু-পারেই চেতনার প্রবেশনিষেধ :
ভাস্বর নক্ষত্র কোনো পাঠায় না অস্তিত্ব সংবেদ
অসীমের মাঝে নিত্য বহি এই সীমার বেদন !

সে-বেদন ভুলিবারে কেহ লয় কল্পনা আশ্রয়
ঈশ্বর ও পরকাল আত্মার নিত্যতা নিয়ে থাকে
আর কেউ সব চিন্তা বাস্তবেই গণ্ডিবদ্ধ রাখে
জীবনবেদনা বহে তারা যারা এ দুয়ের নয় !

এ-জীবনবেদনাকে সহনীয় করে জানি প্রেম
তাই তো তোমার কাছে ওগো প্রিয়া শরণ নিলেম !

প্রৌঢ় শিমূল

রিক্তশাখ প্রৌঢ় শিমুল
পুব আঙিনায় আসা প্রভাতরশ্মির পথে
দারুভূত বলে হয় ভুল !
রৌদ্রলুব্ধ শীতের প্রভাতে
কর্কশ অস্তিত্বে তার হয়েছে অভ্যাস।

হঠাৎ দক্ষিণবায়ু সাথে
পাখির কাকলি-স্বর চকিত দৃষ্টির পথে
দেখি তার নূতন প্রকাশ :
দারুপ্রায় রুক্ষ শাখা ভরে—
রক্তপুষ্প থরে থরে—
রঙিন প্রাণের সাক্ষ্য করিছে ঘোষণা—
নব বসন্তের যেন রঙিন বন্দনা !
'পাখি, ফুল, বসন্তপবন
কে কারে এনেছে ডেকে'— এই প্রশ্নে আমি
কেন মন করি চিন্তাকুল ?

বুদ্‌বুদ

স্রোতের জলে বুদ্‌বুদ :
এটাই সম্ভবত জীবনের
অন্যতম বাস্তব উপমা।
তবু বুদ্‌বুদগুলো কত সুন্দর
হয়তো ক্ষণিক বলেই।
সারা বিশ্বের আলো বিম্বিত তার
স্বচ্ছ পেলব দেহতে,—
স্রোতের টানে তার নৃত্যচপল গতি—
তাতে আছে অনন্ত যাত্রার ইঙ্গিত!

তার তরল-তলধর্ম
ভিন্ন বুদ্‌বুদকে পাশে টানে—
দুজনের চলে লীলা-পরিক্রমা
কিংবা গ্রাসের চেষ্টা
হয়তো একটা ফাটে—
তার ফুৎকারে দ্বিতীয়টাও—
কিংবা তাদের সংঘর্ষে
একাধিক জন্ম লয়!

অসংখ্য ভাঙছে প্রতিক্ষণে
অসংখ্যের হচ্ছে নূতন জন্ম

সব মিলে চলছে অবিরাম লীলা
রঙের আর ছন্দের—
হয়তো আনন্দের— কে জানে ?
হয়তো দুঃখ আছে ঃ
ক্ষণিক জীবনের আর—
ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্রতার
তবু সব মিলিয়ে চমৎকার—
তাই না ?

এক চিল্‌তে রোদ

কনকনে শীতের বিকেলে
ভীরু গলি আর জানলার গরাদ ডিঙিয়ে
বুকে পরেছে এক চিল্‌তে রোদ :
শরীরে আর মনে তারই আমেজ।
সে যেন ভীরু মেয়ের লাজুক ভালোবাসা
কার্নিশে মেলা শাড়ির সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

মনটা বেশ খুশি ছিল হঠাৎ মনে হল :
কতক্ষণ আর পাবো ওকে
সূর্য এখুনি সরে যাবে।

তোমার ভালোবাসার কথা মনে পড়লো :
আমার হিমেল জীবনে তার অবদান
এক মুঠো মিঠে রোদের মতোই ;—
সেও আড়াল হবে না তো !

বয়লার

সুঠাম সুদৃশ্য এক ধাতব আধার
প্রদর্শক পরিচয় দেন : বয়লার।
ছোট্ট গবাক্ষ খুলে তিনি দেখালেন,—
সূর্যের দহন চলে অভ্যন্তরে তার ;
একপাশে চাপমান যন্ত্রের ইশারা :
ভূপৃষ্ঠের চাপ হ'তে শ-কয়েক গুণ
চাপাহত কী প্রচণ্ড বাষ্পের ভাণ্ডার !
তার বলে টারবাইন চলে :
উৎপন্ন বিদ্যুৎ তার ধাতুসূত্রে ধায়
যন্ত্র চালাবে কত, আলো দেবে গৃহ-আঙিনায়
সঞ্চারিতে চক্রযানে গতি শক্তি তার।

মনে এলো ছোট্ট সেই কেটলির কথা :
চিল্‌তে আগুনে যাকে হামেশা চাপাই—
মিনিট কয়েক পরে বাষ্পে ভরপুর—
শব্দে ও কম্পনে ঘোষে তার সে-বারতা।

ঐ কেটলির মতো আমার এ-মন :
অতিতুচ্ছ দুঃখের দহন
দুঃসহ হৃদয়াবেগে করে বিচলিত।

হয়তো আমার কোনো পরিচিত জন
ঐ বয়লার মতো হাসিমুখে সহিছে দহন
আমা হতে শতগুণ বেশি
চিনিতে পারি না আমি, প্রদর্শক কেউ নাই তার।

পরিচয়

সেদিন প্রভাতে সেই সামাজিক উৎসবের মাঝে
তোমা সাথে প্রথম আলাপে
জিজ্ঞাসিলে পরিচয় যবে :
বলেছি নাম ও ধাম আর কিছু মামুলি সংবাদ।
কিন্তু সে কি পরিচয় ?
কি আমার পরিচয় সেই কথা আমিই কি জানি!
জীবনের শুরুতেই জন্মসূত্রে যা পেয়েছি তার—
নয় কিছু নিজস্ব আমার।
তারপর আজীবন করি আহরণ,
আমার এ ব্যক্তিত্বের নানা আভরণ,
অলক্ষ্যে হারাই পুনঃ কি জানি কখন।
যে যখন দেখে :
অনিত্য যে পরিচয় নেয় মনে এঁকে,
আবার সে জন যদি ভিন্ন পরিচয় কভু পায়—
বহুরূপী বলে দোষ দেয়!

কিশলয় পত্ররূপ ধরে—
শুকায়ে সে হয় আবর্জনা
স্ফুলিঙ্গ সংযোগে ধরে বহ্নির দ্যোতনা
তার পরে ছাই :
কোন্ পরিচয় সত্য কে করে বাছাই ?

তাই তোমা বলি আজ :
পরিচয় জিজ্ঞাসায় পাই শুধু লাজ,
আমার নিজস্ব কোনো পরিচয় ।
এইক্ষণে যে-চিত্রটি ফুটেছে তোমার চিত্তপটে,—
অনিত্য অসংখ্য মাঝে সেও এক পরিচয় বটে !

এর চেয়ে ঢের ভালো

এর চেয়ে ঢের ভালো যদি দু-জনায় চলে যাই
অনেক অনেক দূর পার হয়ে খাড়ি উৎরাই,—
বিজন যে-দেশে নাই আড়িপাতা আর ফিস্‌ফাস
আছে রোদ, ঘন ঘাস, নীল নীল অনেক আকাশ।
হয়তো আরাম নাই বিপদ অনেক জানি আছে
চাঁদ তারা বহু দূরে হায়েনা হয়তো খুবই কাছে।
সাপরা বিষাক্ত— তারা বদরাগী নয় তো কুটিল,—
তাদের কথার বিষে ভালোবাসা হয় না তো নীল!

হবে তার অসম্মান

বেদনাবিক্ষুব্ধ কণ্ঠে তোমাকে তো বলেছি সেদিন :
'এর চেয়ে ঢের ভালো যদি চলে যাই দু-জনায়—
অনেক অনেক দূরে— সংসারের লাজ ভয় দায়
পিছনেতে ফেলে রেখে ; প্রেম তাতে থাকে অমলিন ।'
সুস্থিত চিন্তার পরে আজ তোমা বলি অন্য কথা :
যদিও সমাজসত্তা আজো কিছু ভিন্নতর নয় ;
ঈর্ষা, নিন্দা, কপটতা, মিথ্যার বেসাতি আজো হয়,
তবু পলায়নচিন্তা নিন্দনীয় দুর্বল ভীরুতা !
অঙ্গার হীরক হয় পরমাণু সজ্জার প্রভেদে
অঙ্গারের খনিগর্ভে শুরু হবে তাহারই প্রক্রিয়া ;—
দস্যু রত্নাকর যত বাল্মীকি হবে যে দল বেঁধে
তারই স্বপ্নে যত দুঃখ সহনীয় করি এসো প্রিয়া !
তোমার-আমার প্রেম সেও এক মানবীয় দান
মানুষে বিশ্বাসহারা হলে হবে তার অসম্মান ।

কেমন আছি

বন্ধুগো ! তুমি জান্‌তে চেয়েছ কেমন আছি,
এক কথাতেই উত্তর তার পাই না খুঁজে—
বর্ণনা কিছু দিয়ে তাই রয় তোমারই যাচি ;
তুমি উত্তর দিয়ো ভালোমতো ভেবে ও বুঝে।

শারীর জীবন কাটে একমতো— যদিও তাতে
শত সমস্যা নিত্য-নূতন দেয় উঁকি,
সমাধান বের করে নিতে হয় দিনে ও রাতে
অলিগলি পথে ফাঁকিজুঁকি খুঁজে এড়ায়ে ঝুঁকি।
সরষের তেল বাজারে অমিল ? বাদাম আছে।
চিনির বদলে ভেলি গুড় ? তাই মন্দ কি !
শীতের সকালে ছোলা-ভিজে যদি বাদই গেছে—
খালি পেটে চা-র কেমন আরাম তাই দেখি ?

আধিভৌতিক জগৎ-ব্যাপার বুঝি না হালে
হিন্দি বনাম ইংরাজি চলে জোর লড়াই
হিন্দি গানের হুল্লোড় ছেড়ে বীরের দলে
হিন্দি বইয়ের বহ্ন্যুৎসবে জোটে সবাই !
ইংরাজি ভাষে পুঁজি শুধু ড্যাম্ ইষ্টুপিট
তাই দিয়ে তারা কুইট করাবে হিন্দিবাৎ।
ছুটির মওকা— বসে ভাবি দিয়ে রৌদ্রে পিঠ—
সত্যি ভারত জেগেছে— হবেই কিস্তিমাৎ।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ছিলাম বড়োই খাসা
প্লেটো ও বুদ্ধ ব্র্যাড্‌লে হিউম সার্ত্র পল্‌
সরসাঙ্কের কাটাকাটি শেষে রয়েছে আশা
পেয়ে যাব এক পূর্ণ অথবা শূন্য ফল !
এর মাঝে এলো নূতন খবর— নারলেকার
আইনস্টাইনি রিলেটিভিটিকে পিছনে ফেলে—
বিশ্বতত্ত্ব ফর্মূলা দেন চমৎকার—
সব সমস্যা সমাধান যার মধ্যে মেলে।

যা হোক জেনেছি বিশ্ব-ব্যাপার অতি বৃহৎ—
সময়— হারালো কোটিকল্পেরও কল্পনা—
মিছে কেন আর ভেবে মরি নিজ ভবিষ্যৎ—
আপনারে নিয়ে মিছে করি এত জল্পনা।

স্বল্পকালীন অল্প জীবন সম্বলে
কেন মিছে অত আকাশ-পাতাল ভাবো :
হাসো খেলো আর ভালোবাসো হেথা কুতূহলে—
সময় ফুরালে না-হয় মুছেই যাবো।

বিস্তর তুমি শুনলে বন্ধু আমার কথা,
তোমার রায়টা শুনতে এখন সমুৎসুক :
মরজীবনের বন্ধুগো বলো তোমার কথা
বেঁটে নিতে চাই দু-জনের যত দুঃখসুখ।

জীবন কি মধুর

শরতের ঝলমলে আকাশ।
আদরের পারাবত উড়িয়ে
খেলা দেখি খুশি মনে :
সুদূরে অদৃশ্য হয়ে
লহমায় নেমে আসে বারবার
কৌতুক চাহনি তার চোখে।
খুশির খেলায়—
আকাশ-পৃথিবী মাঝে
সেতুবন্ধ রচি দু-জনায়।

হঠাৎ মেঘের মতো বাজ
আমার পাখির পিছে তেড়ে এল ;
আকাশের সব আলো মুছে গেল :
আমার মুদিত চোখে তীব্রতম প্রলয়ের
গাঢ়তম তমিস্রা ঘনালো।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে!
ঘড়ির হিসাবে হয়তো মিনিট
মনের হিসাবে অনেক যুগ!
পেলব স্পর্শে চোখ খুলি :
ফিরছে পাখি,—

জীবনের স্পন্দন তার বুকে।
আহা! জীবন কী মধুর!
কী মধুর পৃথিবীর ধূলি
আর সূর্যের উত্তাপ!

সেই নীলাকাশ

প্রাণান্ত প্রয়াসে প্রাণ রাখা ঃ
এ যেন ট্রাফিক-জ্যাম বিপদসংকুল পথে,
ভাঙা সাইকেলে চেপে থাকা।
ভঙ্গিল পঙ্কিল গাড়ি লরি অধ্যুষিত
মুহু র্মুহু বিপদ ইঙ্গিত
ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখ, গালাগাল পাথেয় নিশ্চিত!
দু-পাশে পাওয়ার কিছু নাই
প্রাপ্তি নাই পথসমাপ্তিতে
এ পথচলা তবু কিসের ইঙ্গিতে?
এক ফালি উন্মুক্ত আকাশ
নীল হাত ছানি দিয়ে দেয় এক অজ্ঞেয় আশ্বাস।
সে আকাশ সুদূরেই রয়—
তবু পথক্লান্তি গ্লানি সব-কিছু সহনীয় হয়।

বন্ধুর জীবনপথে কেন আমি নিরুদ্দেশে চলি
সে-খবর কানে-কানে বলি ঃ
প্রিয়তম— সেই নীলাকাশ—
তুমি মোর জোগাইছ জীবন প্রয়াস।

তবু তারা মৃত্যুঞ্জয়

পত্র যেমন বৃন্ত হ'তে পড়ে ঝরে
আমিও এই জগৎ হ'তে যাব সরে
পাতাই ঝরে— গাছ বেঁচে রয়—
আসে কিশলয়।
এই তো মরণ এই তো জীবন
ক্ষণিক স্মরণ :
ঝরা পাতার বোঁটার চিহ্ন,— মিলিয়ে যাবে
এই যে নিয়ম, তাতেই কেন ক্ষুব্ধ হবে ?

জলাশয়ে ভরলে কলস
গহ্বর থাকে অপূর্ণ কি ?
স্মৃতি ? সে'তো ক্ষণিক ফাঁকি !
দেহের কণা ছড়িয়ে রবে বহুর মাঝে ?
কিন্তু তখন এই আমি আর থাকবো না যে।
এই সত্যটা কেনই মিছে ভুলতে হবে ঃ
মেনে নিয়েই বাঁচা বরং সহজ হবে।

আত্মা অমর, যাওয়া-আসা নিত্য তাহার ?
প্রমাণ কোথায় ? সত্য হলেও কোন্ সুবিধার ?
স্মৃতিই যখন লুপ্ত হবে
জন্মান্তর কি ফয়দা দেবে ?

ব্যক্তিত্বের যবনিকা মৃত্যু টানে :
এ-সত্যটা এড়িয়ে যাবার পাই না মানে।
এই জীবনেই আমার বাঁচার সার্থকতা ঃ
অনেক মিলে বেঁচে আছি— মরণজয়ের কৌশলই তা।
মরবো আমি— মরবে তুমি
তবু অনেক বেঁচেই রবে
মরবে তারা বাঁচবে তখন অনেকজনা
তাইতো জীবন হার মানে না।
'জীবন' দলের সৈন্য কেহই অমর নয়
তবুও তারা মৃত্যুঞ্জয় !

এরই নাম প্রেম

গোলাপ পাপড়ি ঠোঁট শুকনো কেন ?
নিভানো প্রদীপ চোখ— কী হ'ল তোমার !
জানো না তা জানি আমি পড়েছ প্রেমে—
হ্যাঁগো তাই প্রেমে তুমি পড়েছ কাহার।

দূরেতে যখন থাকো কাছে যেতে চাও—
মনে হয় কাছে পাওয়া কতই না সুখ ঃ
কাছে গেলে— যা চেয়েছ তাও যদি পাও
তবুও তৃপ্তিতে কেন ভরে নাকো বুক !
চলে যেতে মন কাঁদে— কাছে আনমনা
যা চাও তেমন যেন কিছুই মেলে না।

এরই প্রেম নাম—
সুচির বিরহ যার নিত্য পরিণাম।
প্রেমের অনেক জ্বালা— তবুও তা ভালো—
প্রেমের আগুন ছাড়া জ্বলে না যে হৃদয়ের আলো।

দেহের দুয়ারে

তোমাকে ভালোবাসি আমি
সত্যই ভালোবাসি তোমাকে।

জানি না তো কেন ভালোবাসি
কিংবা তার পরিমাণ কত!
তোমার দেহের স্পর্শে পুলকিত হই
তবে এ কি দেহগত প্রেম?

না গো না তা নয়!
তোমার মনের বাস দেহেই কি নয়?
ঐ দেহ তাই মধুময়।

মন্দির তো তুচ্ছ নয়— সেখানেই দেবতার বাস,
তোমার মনের কথা পায় না কি দেহেই প্রকাশ?
তোমার মনের খোঁজে প্রেমিকমন
দেহের দুয়ারে করে নিত্য অন্বেষণ।

তবু হায় এ-বাসনা

কালো ভ্রমর আমাকে ভালোবাসে
ফুটে যাওয়া ফুল আমি, পাপড়ি শিথিল
কখন দমকা হাওয়ায় ঝরে পড়ি !
তবুও বাঁচার শখ— প্রাণে এক মিষ্টি আমেজ,
আমার কালো ভ্রমর আছে—
সে আমাকে ভালোবাসে !

আমার কালো ভ্রমরের আরো বন্ধু আছে
যে-বন্ধু আমার চেয়ে ঢের বেশি তাজা ।
কী আসে-যায় তাতে, সেই তো নিয়ম—
আমাকে তো ভালোবাসে প্রিয় কালো ভ্রমর আমার
আমার এ-ভালোবাসা পায় না তো অবহেলা তার !

সে-বন্ধু ডেকেছে বুঝি
তাই বুঝি যায় ঐ আমার ভ্রমর !
যাবেই তো— ক্ষতিটা কি—যাওয়াই শোভন
কেন তাতে মন ভার হবে অকারণ ?
ভালোবাসা বাঁধন সহে না
বাঁধন পড়ালে তাই হবেই মরণ ।

তবু হায় এ-বাসনা কেন মনে থাকে,
ঐ ডাকে ভুলে শুধু খুঁজুক আমাকে।
গন্ধহীন এ-শিথিল ফুলে কালো তার দেহখানি ঢেকে—
ভুলে যাক আর সব ফুল,
তার সব ভালোবাসা দিক ঢেলে শুধুই আমাকে !

সময়ের হিসাব

তোমা সাথে পরিচয় বেশি দিন নয় :
তাতো জানি, তবু মনে হয়—
আমাদের চিরপরিচয় ;
আর বন্ধু : এ-ভুলকে ভুল-বলে মানে না হৃদয় ।

ঘণ্টা দিন বর্ষ দিয়ে সময় হিসাবে ভুল নাই
অতিসারল্যের ত্রুটি তার মাঝে আছে তবু ভাই !
পৃথিবীর পরিক্রমা,— ঘটিকার পেণ্ডুলাম-গতি
অভিকর্ষ-নিয়ন্ত্রিত : তাই তো সরল তারা অতি—
শত শত আকর্ষণ নিয়ন্ত্রিত এ-জীবন, তাই—
ঘণ্টা দিন বর্ষ গুনে হিসাব মেলে না তার ভাই !

মানবজীবন কেন— ভেবে দেখ পৃথিবীরই কথা—
কোটি কোটি বর্ষ শুধু মহাশূন্যে পাক খেল বৃথা ;
তারপর জীবধাত্রী এই তো সে সেদিন হয়েছে--
জীবহীন ধরিত্রীর কথা বলো কে মনে রেখেছে ?

তেমনি তোমার সাথে পরিচয় ছিল না যেদিন—
কী দোষ বলো তো বন্ধু, যদি ভুলি সে-সকল দিন ?

ভালোবাসার অত্যাচার

ঐটুকু বুকে ঐ কচি মুখে
সঞ্চিত সদা অশেষ সুধা
তাই যত পাই আরো পেতে চাই
মেটে না তোমায় পাবার ক্ষুধা।

আমার চাওয়ার অত্যাচারেতে
মলিন হয় ও-পেলব মুখ,
পাছে পাই লাজ হাসির প্রলেপে
জানি রাখো ঢাকি' দেওয়া সে-দুখ।
এত ভালোবাসা পেয়েছি যখন
লোভ সামলানো হয় যে দায়
ভরা ভাণ্ডার পেলে রে কাঙাল
সংযত হ'তে পারে কি হায়!

ক্ষণ-জীবন

অনেক অশ্রু ঝরেছে ও-চোখে
জাগর রজনী কেটেছে কত !
আর নয় প্রিয়, হাসি দিয়ে এবে
ঢেকে ফেল যত মনের ক্ষত

বিগত দিনের স্বপ্নে তোমার
বর্তমান যে ঝাপসা আধো,
বাকি অর্ধেকে শঙ্কায় কাঁপা
ভবিষ্যতের ভাবনা সাধো।
বর্তমান যে কাঁদিয়া ফিরিছে
তারপরে কিছু করুণা ঢালো !
মুছে ফেলো চোখ, মিষ্টি হাসিটি
ফুটুক,— জ্বলুক প্রেমের আলো

এ-জীবন যে গো ক্ষণ দিয়ে গড়া
স্থায়ী কিছু সেথা খোঁজা বৃথাই,
ফুল রোজ ফোটে রোজ ঝরে যায়
তবু তার কিগো মূল্য নাই ?

বর্তমানের ফুলের মালিকা—
এ-জীবন,— ভোলা ভালো তো নয়
অতীত যে বাঁচে বর্তমানেই
ভবিষ্যৎও জন্ম লয়।

অক্ষম প্রেম

আনন্দ ফিরিয়া গেল : নিরানন্দ বিষাদ মলিন—
জল ভরা কালো মেঘ মরুদাহে শূন্যে হ'ল লীন !
বীর্যহীন পরাধীন— সুখে তার কোথা অধিকার—
বীরভোগ্যা সে যে চির,— বৃথা ক্ষোভ বৃথা হাহাকার।
অশ্রুতে ভিজায়ে বক্ষ শান্ত করো হৃদয়দহন
অক্ষমের প্রেম-তৃষা, অন্ধ চোখে চশমা শোভন !

জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন— সেই তো প্রেমের উপহার—
অশ্রুই সম্পদ যার, প্রেমে তার কোথা অধিকার ?
অশ্রুই সম্বল তোর— কেঁদে তবু সাধ কি মেটে না—
প্রেমফাঁদ পেতে তাই দোসর জোটালি অন্যজনা ?
নিজের অশ্রুতে তোর ভিজাইয়া দগ্ধমরু বুক
মনেতে করিস ধ্যান অশ্রুভরা আর-এক মুখ !

হেমন্তের সকালে

হেমন্তের সকালে ঘাসের আগায়
অনেক শিশিরকণা ।
ভাঙাচোরা ঘুমের রাতশেষে কুহেলি-উদাস মনে
অবহেলিত আঙিনায় পায়চারি করি ।
হঠাৎ উজ্জ্বল নীল আলোর স্পর্শে সজাগ হ'ল দৃষ্টি
খুশি-উৎসুক মনে আগিয়ে দেখি ঃ
সামান্য শিশিরের একটি কণা ।
তবু কত অসামান্য !
আবার ফিরে যাই পূর্বস্থানে
মন-মঞ্জুষায় সঞ্চয় করি সেই নীলকান্ত দ্যুতি
আর সেই দ্যুতিতে যে-ছবিটি উজ্জ্বলতর হল
ওগো আমার অসামান্যা— তা তোমারই !

আমরা সবাই সামান্য
আবার প্রেমের দ্যুতিতে সবাই অসামান্য
সাত রাজার ধন মানিক !

আহ্বান

নিদাঘ-তৃষিত এই হৃদ্‌গগনে
স্নিগ্ধ সজল মেঘ তুমি গো এলে :
শোণিতে ছন্দ লাগে অনুরণনে
এমন ময়ূর নাচে পেখম মেলে !

এবার অঝোর ধারে এসো গো নামি :
প্লাবন আনো গো এই দগ্ধ প্রাণে,
ভেসে যাক্ সব ক্ষোভ সকল গ্লানি
তোমার প্রেমের সেই ধারাস্নানে।

কঠিন মাটির বুকে জল থৈ-থৈ
সজল মেঘের ছায়া নাচুক তাতে
ঝিল্লির স্বরে দোঁহে প্রেমগাঁথা গাই
ঘুম ঘুম চেতনার আঁধার রাতে !

তাই ফোটানোই হোক সাধন

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে
ঝরছে অঝোর আলোর রাশি ;
হরেক হাসির ফুলঝুরি ঐ
ফুটিয়ে তোলে ফুলের রাশি।
এই জগতের ছন্দটাকেই
কাটছে তোমার গোমরা মুখ—
শুভ্র হাসি ফোটাও গো তাই
সরিয়ে ফেলে ভাবনা-দুখ।
ভাবনা-দুখের কারণ আছে,—
করছি না তা অস্বীকার;—
এসো বরং চেষ্টা করি
সে-সব বাধা মানবে হার।
এ-বিশ্বটাই হাসির মেলা
তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ধন—
মানবমুখের মিষ্টি হাসি,
তাই ফোটানোই হোক সাধন!

সাঁঝতারা

জীবনপ্রভাত বৃথাই কেটেছে
মনের আকাশ হয় নি দেখা;—
ঘর্ম-ঝরানো কর্মশালায়
দুপুরে আকাশ ছিল যে ঢাকা।
দিবসের শেষে রঙিন আকাশে
মুগ্ধ আবেশে তাকায়ে থাকি
সব রঙ তার দ্রুত মুছে যায়
ঘন হয়ে আসে আঁধার-ফাঁকি!

সেই নিরাশায় সান্ত্বনা দিতে
সাঁঝতারা হয়ে তুমিই এলে
ব্যর্থ আশার ঝরা ফুলে গাঁথা
মালাটি শোভুক তোমারই গলে।

প্রেম-পরশপাথর

কেন মলিন দেখি ঐ হরিণ-আঁখি
ওষ্ঠে বিষাদ লেখা কেন গো রাজে ?
ভালোবেসে কেন সখী হও না সুখী,
মন কেন কুঞ্চিত শঙ্কা লাজে ?

ভাল্লো তুমি বেসেছ কি অবাঞ্ছিতে
মরমে শরম কি গো তাইতে লাগে ?
লোহা পায় পরিণতি কাঞ্চনেতে
পরশমণির ছোঁয়া যদি গো লাগে !

অপাত্রে ভালোবাসা তাই কী ক্ষতি !
ভালোবাসা অভিনব পরশপাথর,—
তোমার প্রেমেই তার হবে সুমতি
প্রেম ঠিকই পায় তার যোগ্য দোসর !

প্রভাতী তারা

আঁধার হেমন্তরাত—
আলোহীন কুহেলিতে চাপা চরাচর :
তার চাপ মনেও পড়েছে।
উন্মুখ দু-চোখ তাই আলো খুঁজে ফেরে
কুটিল কুহেলি-ঢাকা হিমাকাশ পটে !

ক্ষীণ রশ্মি ঐ যেন ফোটে :
বাড়ে যেন ধীরে-ধীরে তাহার উদ্ভাস
স্নিগ্ধ প্রভাতী তারা হয় যে প্রকাশ
ভালো করি দেখি আলো তার—
এ-আলো দেখেছি চোখে কার ?

ভালো বাসা

ভুলেই ছিলাম বিশ্বহাটে কী আহরণ করতে আসা
থলেটিতে ভরেই গেছি সওদা যা পাই যেখান হ'তে—
বোঝার ভারে ক্লান্ত, তখন ফিরতে যে মন আপন বাসা
ঠিকানা তার হারিয়ে গেছে গোলকধাঁধার ঘুরপাকেতে!
হাট ছাড়িয়ে পথের ধারে বোঁচকা মাথায় গা ছড়িয়ে
আকাশ-পাতাল ভাবি হারিয়ে ফেলা সেই ঠিকানা :
মুসাফিরের আস্তানা সে— যে চলে যায় যায় হারিয়ে
রূপ-কানা তার বাড়িওলা 'ব্যক্তি-বিশেষ' সে মানে না!
ফিরে যাবার নাই ঠিকানা— সওদা করার শখ বেয়ারা
তবু কেন জাগলো মনে? এই চিন্তায় দুঃখ পাই,
পথের ধারের গাছতলাতেই পাতনু মুসাফিরের ডেরা
হেনস্তা যে করবে— তেমন বাড়িওলার পাট চুকাই!
সাঁঝের বেলা একটি পাখি সেই গাছেতেই বাঁধলো বাসা
দুইজনেতেই বন্ধু পেলাম— দোঁহেই পেলাম 'ভালো বাসা'!

শুধু এক মুখ !

বসন্তমাধুর্য-তপ্ত হোলির মাতন :
কত হাস্য লাস্য গন্ধ রঙের উৎসার,
ফাগ-লিপ্ত করস্পর্শে পুলক সঞ্চার,
রঙিন নিক্ষেপে কত প্রীতি আমন্ত্রণ !

এমন তবু তো আজই একেলা অধিক,
বহুর মাঝারে ক্লান্ত নিঃসঙ্গ বিহার !
বাহিরে অনেক রঙ গভীরে তাহার
শুধু একরোখা রঙ বিরহ গৈরিক !

এ-মন নয় তো তবু মাধুর্যবিমুখ :
আতপ্ত যৌবন এই বৈরাগ্য ঝরায়—
প্রসন্ন হাসিতে ভরা শুধু এক মুখ ;
শিরায় লোহিত লাভা ফোয়ারা ছোটায় !

এমন যৌবন তার রেখেছে গচ্ছিত
সেই স্নিগ্ধ হাসিমাঝে— হয়েছে সুস্থিত !

সাগর জেগেছে

কৈশোরেই কবিতাকে ভালো যে বেসেছি,—
কবিরাই দীক্ষা দিল প্রকৃতি প্রেমের :
ফুল, পাখি লতা, ঘাস নদী আকাশের
সৌন্দর্য্য বিভোর হতে অনেক চেয়েছি !

ক্রমে অতিক্রম করি এই প্রভবন—
স্বরূপ সন্ধান সত্য মিলেছে যতই ;—
প্রকৃতির প্রেম ফিকে হয়েছে ততই
বুঝেছি যে অন্যাসক্ত এ-প্রেমিক মন !

এ-মন মানুষপ্রেমী— সে চায় মানুষ—
তার কামনার গতি মানুষেই ধায় :
শিশু যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ নারী ও পুরুষ
সে-স্রোত সকল তট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায় ।

সে-স্রোত তোমার ধারা জোয়ার এনেছে
প্রেয়সী ! এ-বুকে আজ সাগর জেগেছে !

পরাজিত

তুষারসীমান্ত-ঘেরা ব্যক্তিত্বের মাঝে
নিশ্চিন্ত কাটাই :
বন্ধু নাই, শত্রু নাই,— আসে আগন্তুক
গেলে ভুলে যাই ।
শত্রু-আক্রমণ ! তাও ক-বারই হয়েছে
শান্তি বিঘ্নকর,—
সমগ্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে ঠেকায়েছি তারে—
সামান্য সমর !
তুমি এলে ভিন্ন পথে বিচিত্র কৌশলে
রাজধানী মাঝে ;
আমার ব্যক্তিত্ব কোথা ? রাজত্ব তোমারই
কায়েম সেথা যে !
সবচেয়ে বড়ো কথা পরাজিত হয়ে
সুখী আমি আজ,—
অতীত ঐতিহ্যময় ব্যক্তিত্ব হারিয়ে
পাই নি তো লাজ !

সাধনা ও প্রাপ্তি

অনেক সাধনা করি অনেক সময়—
যা পেয়েছি মূল্য তার সেই তুল্য নয়!
অনায়াসে পেয়ে গেছি বহুমূল্য ধন
শ্রীমণ্ডিত করেছে যা সমগ্রজীবন।
সাধনা ও প্রাপ্তিমাঝে সমতা কোথায়?
অসংখ্য পঙ্কজে শোভে এঁদো জলাশয়!

চাহিদা ও তৃপ্তি

চাহিদা বাড়ালে বাড়ে অতৃপ্তি
চাহিদা বিনাশে স্থাণু জীবন :
এই সমস্যা অতীব জটিল
মীমাংসা খুঁজে পায় নি মন।
শুধু এক পথ চাহিদা ঘুরাও
সেইদিকে যার তৃপ্তি তরে—
প্রতিযোগিতায় হবে না নামতে
ভরসা রাখতে পরের 'পরে।

তুমি এলে

দীর্ঘ দিবস নিত্য কাটে ব্যর্থ প্রতীক্ষাতে,—
আলিম্পন আর অর্ঘ্য উপচারে :
নিষ্ঠা ক্রমে আবেগ হারায় দাঁড়ায়— অভ্যাসেতে
শ্রীহীন পূজা— ভ্রান্তি ত্রুটির ভারে।

অমার্জিত বেদির পরে কুশ্রী আলিম্পন
যন্ত্রসম আঁকা অনাদরে,—
কীটদষ্ট কুসুম, ক্লেদমিশ্রিত চন্দন,
কলঙ্কদাগ অর্ঘ্য থালি 'পরে !

যেদিন অবহেলার চরম— বেদি চর্যাহীন
মন্দিরদ্বার আবদ্ধ অর্গলে,—
তোমার চরণচিহ্ন দেখি অঙ্কিত সেইদিন
উপেক্ষিত মলিন বেদিতলে !

আমার অবহেলায় এ কী দিলে চরম লাজ
লজ্জা ক্ষোভে মরমে যাই মরি
আশাবিহীন অনুষ্ঠানে ছিল না আশ্বাস
তাই এ-ত্রুটি, লও গো ক্ষমা করি !

চাতকী

খ-পথে বিচরে কত-না খেচর— বলাকাসারি
তারই সাথে ওড়ে সে এক চাতকী— একাকী ভারি !
ওড়ে দলে-দলে বালিহাঁস পানকৌড়ি শত
দৃষ্টি রেখে ঘোলা-জলে-ভরা পুকুরে যত !
যেমনি মাছের সন্ধান পাবে— নামবে নিচে
ঘোলা জলতলে ডুব দেবে তারা মাছের পিছে।
চাতকীই শুধু বিচরণ করি উর্ধ্বাকাশে—
দু-দশ বিন্দু ফটিক জলেতে তৃষ্ণা নাশে।
আমি মেঘ— ঘুরি আকাশে-আকাশে খেচর সাথে
ধরণীর ঘাটে আহরণ করি লইয়া মাথে।
ধরণীর সাথে মোর বন্ধন নিকট জানি—
তবু কেন জানি চাতকীকে বড়ো আপন মানি !
তাহার কণ্ঠে যে-কটি বিন্দু ঝরাতে পারি—
তাতেই আমার সার্থক হয় বহন বারি।

মৌলিক তত্ত্ব

পড়েছি অনেক বই— ভেবেছিও ঢের বেশি তার
বড়াই করার মতো ধীশক্তি না থাক,
বিশ্ব-রহস্যটা ছিল তবু তেমনি আঁধার
এখন তোমার প্রেমে সব ধাঁধা হয়ে গেছে ফাঁক !
গ্র্যাভিটি ইলেকট্রিসিটি হয়ে গেছে এবে ঢের সোজা—
বড়ো বড়ো আঁক কষে যেগুলোর কিছু বুঝি নাই ;
সজীব অজীব তত ভিন্ন নয় তাও গেল বোঝা
জগদীশ বসু লেখা তত্ত্বদের কর্তৃত্ব ছাড়াই ।
বরং নূতন মহাতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি :
বস্তু আর মন মাঝে নাই কোনো প্রভেদ মৌলিক ;
পৃথ্বী ঘোরে— সৌর টানে এটুকুই কেতাবে জেনেছি
ও-মুখ এমন টানে— এ-তত্ত্বের আমিই তাত্ত্বিক ।
জীবন্ত, অজীব কিংবা দেহ আর মন
বিশ্বের মৌলিক তত্ত্ব প্রেম আকর্ষণ !

হোলি

বহুর মধ্যে একক পেতে চাই
একের মধ্যে বহুকে :
বহুতার কামনা তাই আমাদের নাড়ীতে
সবার দুয়ারে তাই নিত্য মাধুকরী।
সেই সনাতন আকূতির উৎসব-রূপ হোলি—
সবার রঙে রঙ মেশানোর প্রাণ-মাতানো খেলা!
সনাতন কামনার রঙে বহুতে একাকার করে দেওয়া
আর নিকট করে নেওয়া!
প্রাচীন এ-উৎসব বসন্তের মতোই চিরনূতন—
সুসভ্য শহুরে গলির নিষেধ-সংকুচিত পথে
চৈতালি ঘূর্ণির আবির্ভাব।

ফুল ফোটা

ফুল দেখি ছিঁড়ি শুঁকি, বোতামের ছিদ্রে রাখি
স্কেল ফেলে মাপি তার ব্যাস
ফুলের বিকাশতত্ত্ব চিন্তা করি, নাই অবকাশ
অথবা অভ্যাস।

ফুলের বিকাশ হ'তে যা ঢের জটিল :
মানুষ হিসাবে যাতে নিজেও সামিল
সে-কথা কখন ভাবি, কোথায় সে মননশীলতা!
খেতাবের তাগাদায় নীরস কেতাব
দিয়েছে তো শুধু কিছু চিন্তাহীন কথা।
মনের গভীরে তবু অস্ফুট আশ্বাস :
প্রস্ফুটিত মনুষ্যত্ব—মহান যা কোটি পুষ্প হ'তে—
তাহারি প্রস্তুতিপর্ব চলিতেছে আমাদেরই মাঝে
নিরর্থক নয় তাই ক্ষুদ্র এই জীবনপ্রয়াস।

খাঁচার পাখি আমার সয় না যে

আমি এক পাখি পুষেছিলাম : সে ছিল খাঁচার পাখি
খাঁচাতেই অভ্যস্ত— স্বস্তি পেত না তার বাইরে
বোধ হয় খাঁচাই সে ভালোবাসতো— আর আমাকেও ;
সে চাইত আমার আদর— কিন্তু খাঁচার ভিতরে থেকেই।
বাঁচে নাই সে পাখি— খাঁচাটা আজ তাই খালি।

অনেক দিন পরে আর এক পাখি পেয়েছি :
মুক্ত বিহঙ্গ সে।
তবু সে আমার আদর নেয়— আদর চায়
খাঁচাটাকেও ভয় করে না সে
তার খোলা দরজাতে নির্ভয়ে প্রবেশ করে
ভয় পায় না তাতে বন্দী হ'তে।
খাঁচাটা এখন জীর্ণ— দাঁড়গুলো আলগা
পাখির ভরেই ভেঙে পড়ে বুঝি !
তবু তার আপত্তি নেই সে-খাঁচায় থাকতে
চাইবে না সে খাঁচা ছেড়ে পালাতে !
সুধাকণ্ঠী ছোটো পাখিটি বড়োই লোভনীয়
কে জানে সে কখন কার খাঁচায় বন্দী হয়—
তখন আর পাব না তাকে আদর করতে—
তবু কোন্ প্রাণে তাকে জীর্ণ খাঁচায় রাখি
খাঁচার পাখি আমার সয় না যে !

অবাক বাণিজ্য

আমি এক খেয়ালি ব্যাপারী !
জীবন-হাটের প্রান্তে পসরার পণ্য রকমারি
খদ্দেরের প্রতীক্ষায় সময় কাটাই।
হাট জমে— খদ্দের অনেক পাই
হরেক তাদের চাহিদা— সাধ্যমতো চাহিদা মেটাই—
বিক্রয়ের নেশা জমে, মূল্যের হিসাব ভুলে যাই
প্রচলিত লাভক্ষতি খতিয়ান হয় না যে রাখা
বুঝি অন্য কিছু চাই— কী যে চাই নিজেই বুঝি না
কেউ দেয় পুরা দাম— কেউ খুবই কম
তুষ্ট কেউ কেউ রুষ্ট— নিন্দাস্তুতি জমে,—
মনে ঢেউ লাগে— তবু দাগ তো পড়ে না
কী যেন পাবার আশা উছলিয়া সব মুছে দেয় !

বিকেল গড়ায়, হাট হয়ে আসে শেষ
পণ্যের পসরা প্রায় হল নিঃশেষ :
এমন সময় এলো অবাক খদ্দের
অদ্ভুত প্রস্তাব শুনি তার বাণিজ্যের।
সম্পূর্ণ উজার করি মুদ্রাথলি তার— বলিল সে :
'সবটা দিলাম দাম দাও তুমি যা আছে তোমার।'
'এ যে দেখি স্বর্ণমুদ্রা— সংখ্যাতেও ঢের
হাট শেষে কোথা পাব তুল্য পণ্য এর ?'
বিস্ময়বিব্রত প্রশ্নে প্রশান্ত উত্তর :

'মূল্যের হিসাব করা কেন অকারণ
সব-দিয়ে সব নেব এ আমার বাণিজ্য-ধরণ।'

অবাক তাকাই মুখে : পাগল তো নয়
ও-মুখ যে বুদ্ধিতে প্রোজ্জ্বল !
সংকোচ ও লোভ এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমিই দুর্বল !
লুব্ধ করে মুদ্রা নয়— অভিনব বিনিময়প্রথা
সংকোচের বাধা এই বাণিজ্যের তীক্ষ্ণ অক্ষমতা।
ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলি 'কেন হও নাই প্রথম খদ্দের
অমূল্য এ-মূল্যপ্রাপ্তি অসংকোচ হ'ত আরো ঢের ?'

ডাং ডাডাং

ড্যাং ডাডাং— ডেক্স
ব্যালট ভোটের বাক্স ।
ঘোষবাবুর গোয়াল—
বলদ কাঁধে জোয়াল ।
ঘোষবাবু বলে :
ভোটের ঘাস দিলে,
হাল চষবে বলদ
সবায় দেবে মদদ ।
বলদ বদ অতি—
কাজেতে নাই মতি,
খেতের ফসল খায়
তাড়াই নাই উপায় ।
পাকা ফসল খেয়ে
জোর যেজায় গায়ে ।
শিং উঁচিয়ে আসে
বুঝি বা প্রাণ নাশে !
কাস্তে হাতে ছিল,
তাও যে ভেঙে গেল !
এখন উপায় কি ?
ধানের শিষ বলদ খাবে
আমরা খাব কি ?

এ-দিঘি দেখেছি

এ-দিঘি দেখেছি : কাক-চোখ জলে ভরা ছিল টলমল,
সোপানশ্রেণীতে জল-তরঙ্গে ধ্বনিত দিবস যাম ;
মাছের পুচ্ছ-আহত আলোক চমকিত অবিরাম,—
মধুকর কলগুঞ্জন তালে দোলে শত শতদল।
এই সেই দিঘি ? বিস্তার কই ? হয় না যে বিশ্বাস !
ছোটো-বড়ো বহু খন্দ ও খালে ঘোলা জল কিছু আছে,
আর আছে পাঁক, মরা মাছ, পচা শেওলা পানার দল
কটু গন্ধেতে দশ দিক ভরে, দিঘি নামই উপহাস !
তবু দেখি : সেই বট আছে পাড়ে আছে সেই দেওদার
সেই দিঘি বটে ; জমেছে যদিও অনেক আবর্জনা—
পাঁক বেড়ে গেছে, জল শুকায়েছে, শতদল জন্মে না—
তবু সেই দিঘি ; পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবে হলে সংস্কার।
আবার তাহার সব পাঁক যাবে তলিয়ে জলের তলে,—
পঙ্কের বুকে পঙ্কজ পুনঃ জন্মিবে কুতূহলে।

বয়স হওয়া

'চুল পেকে গেছে— বয়স হয়েছে' বলে সবাই,—
তবু কেন মনে বয়সের ভার পড়ছে না ?
চাঁদে গেলে নাকি বয়স কমে,
কি কাজ বলো সে-পরিশ্রমে—
আমি দিতে পারি অনেক সহজ মন্ত্রণা :
মনের মতন প্রেমিকের প্রেমে পড়লে পর
শাদা চুল আর বয়স মনকে স্পর্শে না।
হাঁসের মতোই কালের স্রোতে
করুক না কেলি স্বতৃপ্তিতে
অন্তরে তার কালের ছোপ তো লাগবে না !

প্রেম

দেশ-কালে সীমিত জীবন
ছোটো চাওয়া— আরো ছোটো পাওয়া—
সে-পাওয়া ফুরায় যখন
অতৃপ্তিতে ভরে ওঠে মন
সে-বেদন মুক্তি চাই
তাই—
বুদ্ধি দিয়ে রচি ক্যাল্‌কুলাস—
ইনফিনিটি; ইনফিনিটিস্‌ম্যাল হিসাব-নিকাশ ;
কিংবা গ্রহ তারা নীহারিকা—
দূরেক্ষণে দেখা,
অণুবীক্ষণে কিংবা ; প্রবাব্‌লিটি-তত্ত্ব-প্রহেলিকা
তথ্য, তত্ত্ব, জমে নিত্য— ভুলে থাকি জীবনবেদন :
তৃপ্তি পায় মন।
বুদ্ধি অসহায় হ'লে ভিন্ন পথে যাই,—
ভাবেরে সহায় লয়ে গণ্ডিবদ্ধ জীবনের সীমানা ছাড়াই।
সে-পথ সার্থক যেথা,— প্রেম তারই নাম
দেহে তার শুরুমাত্র ; অভিসার চির অবিরাম
সম্যক স্বরূপ তার হয় নাই আজো উদ্‌ঘাটন।
মানুষ মরণশীল, কিন্তু তার প্রেম মৃত্যুঞ্জয়,—
মৃন্ময় আধারে সে যে আধেয় চিন্ময়।

বিদ্রোহী গো শপথ রাখো

বাগিচার বুলবুলিরা ফুলশাখাতে দিচ্ছে আজো দোল—
ও কবি কিসের ব্যথা— কও না কথা তন্দ্রাতে বিভোল !
তোমার ও-অগ্নিবীণা আর তোলে না বিদ্রোহ ঝংকার
জগতের যতেক ব্যথার কম্পনে তার ছিঁড়লো বুঝি তার ?
আপনার দীপক রাগে আগুন লাগে তাতেই হলে ছাই ?
অথবা হৃদয়তলে দহন চলে নাই শুধু রোশনাই ?
আজ হেথায় বজ্জাতি আর জালিয়াতির চল্‌তেছে মরশুম—
জগতের বঞ্চিত আর লাঞ্ছিতদের কে ভাঙাবে ঘুম ?
যত সব উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল উঠছে আজো যে—
সাজে ঐ খড়্গধারী অত্যাচারী ভীমরণ সাজে !
মহাবিদ্রোহী গো শপথ রাখো উঠ গো জাগি—
যত সব সর্বহারা হচ্ছে সারা তোমারি লাগি ।

নির্ঝরের জয়যাত্রা

সংস্কৃতির অভ্রংলিহ চূড়ে, আভিজাত্য-দম্ভের গুহায়
আধ্যাত্মিকতার শৈত্যে শিলীভূত ছিল জলরাশি :
আধিভৌতিকের তাপে সে-শিলা গলিয়া লভি প্রাণ
গুহার প্রাকার আর অন্ধকার সাথে
সফল বিপ্লব শেষে, করে নিল পথ :
যে-পথ মিশেছে মহামানব সাগরে।
সংস্কৃতি হারাল তার অর্থ পুরাতন :
শিলার জড়তা আর উন্মার্গগামিতা।
জন-সমুদ্র-যাত্রী সেই জলরাশি—
নির্ভয়ে ও নির্বিচারে নির্মলতা দিল বিসর্জন ঃ
ধূলিকে আশ্রয় দিয়ে করে নিল পলি।
সে-পলি ছড়িয়ে দিল পথে ও প্রান্তরে—
সমতল জনপদ করিয়া উর্বর।
সগরসন্ততিদের কঙ্কালের স্তূপে
প্রাণের প্রতিষ্ঠা হল :
নূতন সভ্যতা তারা করিবে পত্তন।

জীবনবিমুখ তুমি ?

বিলাস-তন্দ্রালু চোখে রোগ, শোক, জরা ও মরণ
সুতীব্র আঘাত হেনে করেছিল তোমা সচকিত :
দরদি হৃদয় তাই, সুগভীর ব্যথায় মথিত
জীবনবিমুখ হল;— সৃষ্টি হল দুঃখের দর্শন।
জীবনবিমুখ, কিন্তু জীব প্রতি কী মহা করুণা—
ছাগবলি রোধিবারে আপনারে বলি দিতে চাও
ব্যক্তিদুঃখ প্রশমনে সংঘের-বিধান রচে যাও
দুঃখী মানুষের দুঃখে ভুলে যাও নির্বাণসাধনা !
সুখের পশ্চাৎপটে দুঃখের প্রকট চিত্রখানি
অন্তরে মুদ্রিত হয়ে সৃজেছিল গভীর ব্যঞ্জনা—
সম্যক দৃষ্টিতে তাই জীবনকে দেখা ঘটিল না :
যদিও সংস্কারমুক্ত সত্যদ্রষ্টা তুমি মহাজ্ঞানী।
জীবনবিমুখ তুমি ? ইহা বাহ্য— সত্য ইহা নয় ;
কে জানে এ-যুগে এলে গেয়ে যেতে জীবনেরই জয়।

উনপঞ্চাশী

ভ্রম সংশোধন

১।	প্রকাশকের ঠিকানা—পোঃ টাকাবারিয়া				এর স্থলে হবে	টাবাবারিয়া
২।	২১ পৃষ্ঠা	৩য় লাইনে		—পরিচয়	"	পরিচয় নাই
৩।	২৬ "	শেষ	"	—ফিরছে	"	ফিরেছে
৪।	২৮ "	৪র্থ	"	—পঙ্কিল	"	পঙ্কিল পথ
৫।	৩২ "	১২শ	"	—প্রেমিক মন	"	এ প্রেমিক মন
৬।	৩৪ "	২য়	"	—ডাকে	"	ডাক
৭।	৩৭ "	২য়	"	—ফেটেছে	"	কেটেছে
৮।	৪০ "	৪র্থ	"	—এমন	"	এ-মন
৯।	৪৫ "	৬ষ্ঠ	"	—ভাবি	"	কেবল ভাবি
১০।	৪৬ "	৫ম	"	—এমন	"	এ-মন
১১।	৪৬ "	১৩শ	"	—এমন	"	এ-মন
১২।	৪৭ "	১৩শ	"	—সে স্রোত	"	সে স্রোতে
১৩।	৫২ "	৪র্থ	"	—রেখে	"	রেখেছে
১৪।	৫২ "	১০ম	"	—করি	"	বারি
১৫।	৫৪ "	৭ম	"	—বহতে	"	বহুকে
১৬।	৬০ "	২য়	"	—জলতরঙ্গে	"	জলতরঙ্গ

প্রকাশকাল—জুন ১৯৬৬ সাল

প্রাপ্তিস্থান—হাবরা বুক সেন্টার, টাবাবারিয়া, হাবরা